উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

কীভাবে এল আমাদের পদবি?
জুলাই ১৮ তথ্যকেন্দ্র ১০ টাকা
দেবদেবীদের পদবি নেই কেন? রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ কুলি সর্দার ছিলেন? জীবনানন্দ দাস নাকি দাশ? দেড়শোরও বেশি পদবির উৎপত্তি। পুজোর ভ্রমণ ও বিমানের টিকিট। ধারাবাহিকে সমরেশ
একডজন প্রেমের গল্প

২৭ আষাঢ় ১৪২৫ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 12 July 2018 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in

জমি মাফিয়াচক্রে পুলিশ আছে : মুখ্যমন্ত্রী

‘কত টাকা প্রয়োজন হয় একজন লোকের’

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে এখন কোনো নির্বাচনেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমন কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। কোথাও বিরোধীদের ভোট বাড়ে, কোথাও তৃণমূলের ভোট কমে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন তা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এতদিন পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রীর উদ্‌বেগ ছিল দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে। রাজনীতির সাধারণ প্রবণতা হল দল ক্ষমতায় এলে বেনোজল বাড়ে এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষমতার স্বাদ পেতে কোন্দল শুরু হয়। তৃণমূলও তার ব্যতিক্রম নয়। এ ব্যাপারে তিনি বারবার দলীয় সভায় সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা যে দলের সব নেতা ও কর্মীর কান পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা বলা যাবে না। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌বেগ হল দুর্নীতি ও জমি মাফিয়াদের ওই চক্রে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশ যুক্ত হয়ে পড়ছে। উত্তরবঙ্গেও তার প্রকোপ কম নয়। সেই কারণে এবারের উত্তরবঙ্গ সফরে তিনি সুযোগ পেলেই জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা থেকে স্পষ্ট, এ ব্যাপারে তিনি গোটা রাজ্যেই বার্তা দিতে চেয়েছেন। বুধবার উত্তরকন্যায় এক বৈঠকে দৃশ্যতই ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কত টাকা লাগে একজনের জীবনে? কী খাবেন? সেদ্ধ-ভাত, ডাল-ভাত, মাছ-ভাত, মাংস-ভাত? না হয় বিরিয়ানিই খেলেন। তাতে কত টাকার প্রয়োজন হয় মানুষের?’ এরপর তিনি জানিয়ে দেন, ‘মানুষকে ঠকিয়ে সরকারি, বেসরকারি জমি হাতিয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনকখনোই বরদাস্ত করা হবে না।’ আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে এভাবেই জমি মাফিয়াদেরবার্তা দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তা থেকে স্পষ্ট এই চক্রে পুলিশ-প্রশাসন এবং জেলার সাধারণ প্রশাসনের একাংশএর সঙ্গে জড়িত। এদিন তিনি এই ঘটনার মোকাবিলায় অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চকে আরও সক্রিয় করার জন্য রাজ্য পুলিশের উপদেষ্টা সুরজিৎ করপুরকায়স্থকে নির্দেশ দেন।

সোমবার উত্তরকন্যায় জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে সমস্ত থানার আইসি, ওসির সঙ্গে কথা বলার সময় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ভক্তিনগর ও এনজেপি থানার পুলিশকর্তাদের কাছে ওই এলাকার জমি মাফিয়াচক্র প্রসঙ্গে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন তিনি পুলিশকর্তাদের বলেছিলেন, কোনোভাবেই যেন জমি

মাফিয়াদের রেয়াত করা না হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত হাতিয়াডাঙ্গায় কমলা মণ্ডল নামে এক মহিলাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর বাসনপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলে তাঁকে মারধর করা হয়। ওই ঘটনায় অভিযোগ ওঠে এলাকারই কিছু জমির দালালের বিরুদ্ধে। এই খবরও পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কিছু জমি মাফিয়া আছে, যারা সরকারি জমিও দখল করে, বেসরকারি জমিও দখল করে বিক্রি করে। ভাবে ওটা ওদের নিজেদের সম্পত্তি। এরা নিজেদের জন্য টাকা আয় করে। এই টাকা সরকারের না কোনো কাজে লাগে, না কোনো ভালো কাজে ওরা ব্যবহার করে। আমার দলের ওই টাকার দরকার নেই। এটা আমি আগেই বলে দিয়েছি।’ জমি মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকেকড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। একই সঙ্গে তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়, পুলিশের একাংশের ভূমিকায় তিনি মোটেও সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, ‘কোনো কোনো জায়গায় পুলিশও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এটা আমরা বরদাস্ত করব না। কোথাও আবার বিএলএলআরও, ডিএলআরও এসবের *এরপর নয়ের পাতায়*

বুধবার উত্তরকন্যায় আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকের জন্মদিন পালন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি ঃ সূত্রধর

> কিছু জমি মাফিয়া আছে, যারা সরকারি ও বেসরকারি জমি দখল করে বিক্রি করে। ভাবে ওটা ওদের নিজেদের সম্পত্তি। এরা নিজেদের জন্য টাকা আয় করে। এই টাকা সরকারের না কোনো কাজে লাগে, না কোনো ভালো কাজে ওরা ব্যবহার করে। আমার দলের ওই টাকার দরকার নেই। এটা আমি আগেই বলে দিয়েছি।
>
> — মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

ছেলের মৃত্যু, সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজির বাবা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ ছেলেকে সাপে ছোবল দিয়েছে। আর সেই সাপ ধরেই সাতসকালে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে হাজির হলেন বাবা। তিনি মাটির হাঁড়িতে করে নিয়ে আসেন সাপটি। এই দৃশ্য দেখেই হুলস্থুলু কাণ্ড ঘটে যায় হাসপাতাল ক্যাম্পাসে। সাপ দেখতে উপচে পড়ে রোগীর পরিজনদের ভিড়। যদিও দেবা দেবশর্মা (৯) নামে ওই শিশুকে হাসপাতালে ভরতি করলে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর তার মৃত্যু হয়।

এদিন হাসপাতাল ক্যাম্পাসে মৃতের বাবা উপেন দেবশর্মা বলেন, রাতে মশারি টাঙিয়ে সবাই একসঙ্গেই ঘুমাচ্ছিলাম। এদিন ভোরের দিকে দেখি আমার হাতের ওপর দিয়ে সাপটি চলে গিয়ে মশারির মধ্যে জড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মশারির চারিদিকের দড়ি খুলে সাপটিকে মশারিবন্দি করি। এদিকে আমার পাশে ঘুমিয়ে থাকা ছেলে আচমকাই চিৎকার করতে থাকে। বলে বাঁ হাতে কী যেন কামড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেকে নিয়ে ও সাপটিকে একটি মাটির হাঁড়িতে বন্দি করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় আমার ছেলের।

মৃত ওই কিশোরের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রূপাহার এলাকার বেলুল গ্রামে। স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সে। এদিন দুপুরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে জ্যান্ত সাপটিকে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ধরতে চলে আসে রায়গঞ্জ পিপলস ফর অ্যানিমেলের কর্ণধার অজয় সাহা। তিনি সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যান। অজয় সাহা বলেন, সাপটি বিষাক্ত কালাচ সাপ। এটা কামড়ালে মানুষ সাধারণত বাঁচে না।

অন্যদিকে, এদিন দুপুরে বিপ্লব দাস (২৬) নামে এক মৎস্য ব্যবসায়ী বুধবার দুপুর তিনটে নাগাদ জঙ্গল দিয়ে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে বিপ্লববাবুর বাঁ পায়ে ছোবল মারে একটি বিষধর সাপ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সাপের ছোবলে গুরুতর জখম হয় আর এক স্কুল ছাত্র। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ *এরপর নয়ের পাতায়*

ফাইনালের যোগ্য নয় ফ্রান্স, মত হ্যাজার্ডদের

রাশিয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১১জুলাই ঃ ম্যাচটা সবে শেষ হয়েছে। গ্যালারি থেকে ছোট্ট অ্যাড্রিয়ানা একছুটেবাবার কোলে। হারজিতের থোড়াই কেয়ার করে সে। তার কাছেনায়কবাবাই। তাই কোলে উঠে বাবাকে চুমুতে ভরিয়ে দিতে দু-বার ভাবতে হয় না তাকে। আর মেয়েকে কোলে নিতেই হয়তো হারের কষ্ট অনেকটাই লাঘব কুর্তোয়ারও। নাই বা পাওয়া হল বিশ্বকাপটা, মেয়ের আদরটাও বা কম কীসের? আর শুধু তো মেয়েই নয়, গত রাতের পর তাঁদের জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গের গ্যালারিই তো উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে ‘হার কর জিতনেওয়ালেকো বাজিগর ক্যাহতে হ্যায়।’

আসলে ফুটবল জনতার কাছে রেড ডেভিলসরা হেরেও জিতেছেন। আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর বেলজিয়ামের ফুটবলাররা বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। গোলকিপার থিয়োবাউ কুর্তোয়া রীতিমতো তোপ দেগেছেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। তাঁর দলের অধিনায়ক হ্যাজার্ডও একইভাবে ফ্রান্সের খেলার স্টাইলের সমালোচনা করেছেন। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়ে বেলজিয়ামের গোলকিপার কুর্তোয়া বলে ফেলেছেন, ‘ফ্রান্স ফুটবলের কলঙ্ক। এর চেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে হারলে বেশি খুশি হতাম।’ ফ্রান্সের রণকৌশলকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেছেন, ‘ফ্রান্স কর্নার পেয়ে হেড থেকে গোল করেছে। বাকি সময় ডিফেন্স ছাড়া কিছু করেনি। ওদের স্ট্রাইকাররা নিজেদের গোলের থেকে ৩০ মিটারের মধ্যে খেলে। ফ্রান্স ফুটবল

বেলজিয়ামের সহকারী কোচ অরিঁর বুকে ফ্রান্সের এমবাপে।-এএফপি

উড়ান
এবছর মেধাবৃত্তি পাওয়া কৃতীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ...
-এগারোর পাতায়।

বিরোধী দল।’ রেড ডেভিলসদের মন্তব্যের প্রতিফলন গ্যালারিতেও। ম্যাচের পর যখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিবাদন জানাচ্ছে গোটা গ্যালারি তখন লাল জার্সির বেলজিয়াম যেন সেভাবে তাতে সাড়া দিতে পারল না। হয়তো মনের কোণে বাসা বেঁধে থাকা ইচ্ছে আর আত্মবিশ্বাসটা বড্ড বেশি নাড়াদিয়েছিল সেই মুহূর্তে। শুধুই তো দর্শক অভিনন্দন নয়, তাদের যাপ্রাপ্য ছিল তা শেষপর্যন্ত পাওয়া হয় না আর। আরও একবার খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে হ্যাজার্ড, ডি’ ব্রুয়েনদের। নজরকাড়া ফুটবল আর সাহসকে সঙ্গী করে ওঁরা যে উড়ানে চেপেছিলেন তা মাটিতে নেমে এল মঙ্গলবার রাতেই। এরপরেও কি আর মুখে হাসি থাকে? বিশ্বকাপ এমনই, কারোর যখন দু-হাত ভরে ওঠে প্রাপ্তিতে তখন কাউকে কাউকে চোখের জলে খালি হাতেই ফিরতে হয়। যেমন ফিরে গেল বেলজিয়াম।

রাতের বিমানে মস্কোয় ফেরার জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গের পুলকোভা বিমানবন্দরে পা দিতেই নজরে পড়ল বাসটা। বেলজিয়াম লেখা ঝকঝকে বাস থেকে অবশ্য ফুটবলাররা নন, নামলেন তাঁদের স্ত্রী-বান্ধবীরা। কারণ তৃতীয় স্থানাধিকারীর ম্যাচ খেলতে কুর্তোয়া, ফেলাইনিদের রাশিয়ায় থেকে যেতে হচ্ছে। আর স্ত্রী-বান্ধবীরা এসেছিলেন সঙ্গীর জীবনের সবথেকে উজ্জ্বল দিনটায় পাশে থাকবেন বলে। সেমিফাইনালে হারের পর দ্রুত রাশিয়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও নিশ্চিতভাবেই বহুদিন ওঁরা মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে বাকিদের এই দিনটার গল্প বলবেন। কোচ রবার্তো মার্টিনেজও গর্বিত তাঁর ছেলেদের জন্য। তিনি মুখেও সেকথা বলে যান ম্যাচের শেষে, ‘জয় এবং হারের মধ্যে পার্থক্য তো খালি একটা ডেড বল পরিস্থিতি। বাকি পুরোটাই তো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। আমি *এরপর নয়ের পাতায়*

শুভেন্দুর টার্গেট বিজেপি

প্রকাশ মিশ্র ● মালদা

১১ জুলাই ঃ মালদা-মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস বধের টার্গেট কার্যত শেষ। এবার লক্ষ্য বিজেপি। বুধবার মালদার বৃন্দাবনী ময়দানে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় রাখঢাক না করেই একথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি তথা ডালুবাবুর তৃণমূলে যোগাদানের সম্ভাবনার কথা উসকে দিলেন।

এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, নাম বলতে চাই না। কিন্তু সবাইকে নিয়ে সংসারটাতো করতে হবে। এদিকে পদ্ম ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে ছোড়া শুভেন্দুবাবুর চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত কুণ্ডু বলেন, শুভেন্দুবাবুর চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম। গণতান্ত্রিক উপায়ে বোর্ড গঠনের কথা উনি বলেছেন। সেটা হলে বিজেপির গরিষ্ঠতা থাকা বোর্ড আমরাই গঠন করব। এদিকে শুভেন্দুবাবুর ফের ডালুর তৃণমূল যোগের ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লিতে ডালুবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যা বলার তিনি ইতিমধ্যে বার বার সংবাদমাধ্যমকে এবং জনসভায় বলেছেন। তিনি কংগ্রেসেই আছেন, কংগ্রেসেই থাকবেন।

এদিনের প্রস্তুতি সভায় জেলার সর্বস্তরের নেতৃত্ব হাজির ছিলেন। বৃন্দাবনী ময়দানে ভিড় উপচে পড়েছিল। শুভেন্দুবাবুর নিজেই দাবি করেন দশ হাজার চেয়ার পাতা হয়েছিল। তারপরও বহু মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

এদিনের প্রস্তুতি সভা বিগত দিনের সমস্ত ২১ জুলাই- এর প্রস্তুতি সভাকে আড়ে-বহড়ে পিছনে ফেলে দিয়েছে। বৃন্দাবনী ময়দানে বিশাল মঞ্চ করে গোটা মাঠ জুড়ে আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছিল। মূল বক্তা ছিলেন পর্যবেক্ষক তথা মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মালদার গণি গড় দখলের কান্ডারি শুভেন্দুবাবুর সভাস্থানে আগমণে হাজারো মানুষের করতালিই তার প্রমাণ। তিনি ২১ জুলাইয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেই সোজা ঢুকে পড়েন কংগ্রেস ও বিজেপিকে আক্রমণে। বলেন, আগেই বলেছিলাম মালদা, মুর্শিদাবাদের কংগ্রেসের গড় দখল করব। শুভেন্দু যা বলে তা করে দেখায় বলে তিনি দাবি করেন। তিনি যা বলেন *এরপর নয়ের পাতায়*

পুলিশ পেটানোয় অভিযুক্ত মৃতরাও

কালিয়াগঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ অধর দেবশর্মা, উপাসী দেবশর্মারা মারা গেছেন। কেউ মারা গেছেন ২০১৬ সালে। কেউ বা ২০১৭ সালে। অথচ ২০১৮ সালের মে মাসে পুলিশ পেটানোর দায়ে অভিযুক্ত তাঁরাও। পুলিশের এমনই কীর্তিতে ওই ঘটনায় আগাম জামিন পেলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এদিন কালিয়াগঞ্জে এমনই দাবি করলেন বিজেপির আইনজীবীরা। তাঁদের অভিযোগ, এই ঘটনাই প্রমাণ করে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছিল পুলিশ। যদিও আদালতের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশকর্তাদের কোনো মন্তব্য মেলেনি। উলটে আদালতে মুখ পোড়ায় অস্বস্তি ছড়িয়েছে কালিয়াগঞ্জ থানায়।

প্রসঙ্গত, এবারের পঞ্চায়েত ভোটের আগে কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর পঞ্চায়েতের পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামে পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার একটি ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় এসআই রামচন্দ্র ঘোষের মাথা ফাটে। এসআই সুশান্ত বৈষ্ণবের পায়ে তির বিঁধেছিল। দুই সিভিক পিটুনি খাওয়ার সঙ্গে পুলিশের গাড়ির কাচ ভেঙেছিল।

এই ঘটনা হয়েছিল ১১ মে রাতে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশের তরফে একটি মামলা চালু হয়। পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামের পুরুষ, মহিলা মিলিয়ে ১০৪ জনের নাম সহ আরো অজ্ঞাত ১০০-১৫০ জনের নামে মামলা করে পুলিশ। হত্যার চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় পুলিশ এই মামলা করলেও *এরপর নয়ের পাতায়*

আজকের দাম

পেট্রোল-৭৯.০২
ডিজেল- ৭০.৬১

সূত্র- ইন্ডিয়ান অয়েল তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম কমবেশি হবে।

চরণরেখা তব যে পথে...

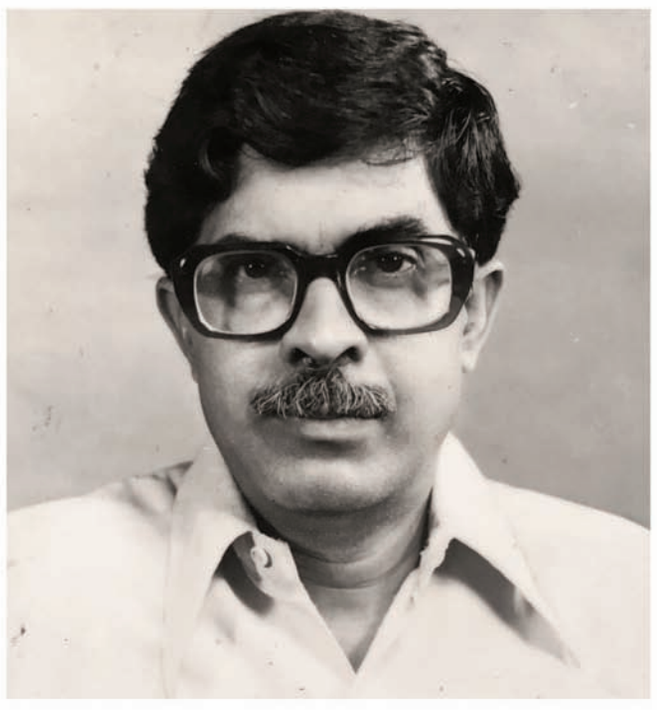

সুহাসচন্দ্র তালুকদার
১২ জুলাই ১৯৩৬
১ মার্চ ২০০৮

লক্ষ্যে অবিচল থেকে সেই পথেই আমাদের যাত্রা।

শুভ জন্মদিনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদককে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

www.uttarbangasambad.com | 9735739677
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, তথ্যকেন্দ্রর কর্মীবৃন্দ

ব্যভিচার অপরাধ, সুপ্রিমকোর্টকে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ ব্যভিচার নিয়ে আইনগত অবস্থান থেকে একচুলও সরতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার। বরং আইনে যা বলা হয়েছে তা যেকোনো মূল্যে বজায় রাখার পক্ষপাতী কেন্দ্র। বুধবার প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র-র নেতৃত্বাধীন সংবিধান বেঞ্চের কাছে একটি হলফনামায় মোদি সরকার বলেছে, ‘ব্যভিচার অপরাধই। আইনে পরিবর্তন আনার অর্থ ভারতীয় মূল্যবোধ এবং বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্রতা নষ্ট হওয়া।’ তবে এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব সংবিধান বেঞ্চের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

জনৈক জোশেফ সাইন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ (২) নম্বর ধারা সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারাটির সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই ধারায় পুরুষদের প্রতি বৈষম্য দেখানো হয়েছে যা সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি জেনেবুঝে পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেন তাহলে সেই ব্যক্তির পাঁচবছরের কারাবাস এবং জরিমানা দুই-ই হবে। এই আইনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি জেনেবুঝে পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পাঁচবছরের কারাবাস এবং জরিমানা দুই-ই হবে।

বিরুদ্ধে সাজার বিধান থাকলেও বিবাহিত মহিলার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি দেওয়ার কথা বলা নেই।

জোশেফের বক্তব্য ছিল, যৌনসঙ্গম যখন ঘটে তখন দু-পক্ষের সম্মতিতেই তা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে একপক্ষকে দায়বদ্ধতা থেকে বাদ রাখাটা ঠিক নয়। জোশেফের মামলা বাতিলের দাবি জানিয়ে কেন্দ্র এদিন বলেছে, দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ (২) নম্বর ধারা বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। গত ৫ জানুয়ারির শুনানিতে সমাজ যখন দিনকে দিন এগোচ্ছে, তখন ব্যভিচার সংক্রান্ত ধারাটি খানিকটা হলেও মান্ধাতা আমলের বলে আখ্যা দিয়েছিল প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ। পরে সেটি সংবিধান বেঞ্চে পাঠানো হয়। সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, সমাজগতভাবে ধরেই নেওয়া হয়, সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলারাই অপরাধের শিকার হন। আর সেক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষদেরই বিচার করা হয়। ওই ধারাতেও মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে সমানচোখে দেখা হয়নি। উল্লেখ্য, ব্রিজলাল বিষ্ণোই মামলায় ১৯৯৬ সালে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, একমাত্র বিবাহিত মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ককেই ব্যাভিচার বলা যাবে। কিন্তু বিধবা, যৌনকর্মী বা অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে সহবাসকে ব্যাভিচার বলা যাবে না।